তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৬০১

**দোকান-পাট, শপিংমল খুলবে ১০ মে থেকে**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

 পবিত্র রমজান এবং ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে সীমিত পরিসরে দোকান-পাট, শপিংমল গুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে আগামী ১০ মে ২০২০ হতে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে।

 বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আজ এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

#

বকসী/রাহাত/রেজ্জাকুল/আব্বাস/২০২০/২১২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৬০০

**গার্মেন্টস শ্রমিকদের এপ্রিলের বেতন আরো ৫ শতাংশ বৃদ্ধি**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

        করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সরকারের সাধারণ ছুটির সময় এপ্রিল মাসে যেসব কারখানা বন্ধ ছিল বা ওই সময় যেসব শ্রমিকরা কারখানায় কাজ করেনি, সেসকল কারখানার শ্রমিকদের বেতন আরো
৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৬৫ শতাংশ করা হয়েছে।

        আজ ঢাকায় শ্রম ভবনে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়।

       এর আগে সরকার-মালিক-শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে এপ্রিল মাসে এ সকল কারখানার শ্রমিকরা ৬০ শতাংশ বেতন পাবেন মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি শ্রমিক সংগঠনের এ বেতন বৃদ্ধির দাবির প্রেক্ষিতে নতুন করে আরো ৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৬৫ শতাংশ করা হলো। এপ্রিল মাসের বেতনের হিসাব চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ায় বর্ধিত ৫ শতাংশ বেতন শ্রমিকরা মে মাসের বেতনের সঙ্গে পাবেন।

        সভায় সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য শাহজাহান খান, সংসদ সদস্য আব্দুস সালাম মুর্শেদী, বিকেএমইএ’র সভাপতি ও সংসদ সদস্য একেএম সেলিম ওসমান, শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ’র সভাপতি ড. রুবানা হক প্রমুখ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

         এছাড়া ঈদের আগে শ্রমিকদের উৎসব বোনাস নিয়ে আগামী সপ্তাহে সরকার-মালিক-শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

#

আকতারুল/রাহাত/রেজ্জাকুল/আব্বাস/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৬০০

**গার্মেন্টস শ্রমিকদের এপ্রিলের বেতন আরো বৃদ্ধি ৫ শতাংশ**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

        করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সরকারের সাধারণ ছুটির সময় এপ্রিল মাসে যেসব কারখানা বন্ধ ছিল বা ওই সময় যেসব শ্রমিকরা কারখানায় কাজ করেনি, সেসকল কারখানার শ্রমিকদের বেতন আরো ৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৬৫ শতাংশ করা হয়েছে।

        আজ রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়।

       সরকার-মালিক-শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে এর আগে এপ্রিল মাসে শ্রমিকরা ৬০ শতাংশ বেতন পাবেন মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কয়েকটি শ্রমিক সংগঠনের এ বেতন বৃদ্ধির দাবীর প্রেক্ষিতে নতুন করে আরো ৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৬৫ শতাংশ করা হয়। এপ্রিলের বেতনের হিসাব চূড়ন্ত হয়ে যাওয়ায় বর্ধিত ৫ শতাংশ বেতন শ্রমিকরা মে মাসের বেতনের সঙ্গে পাবেন।

        সভায় সাবেক নৌ পরিবহন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য শাহজাহান খান, সংসদ সদস্য আব্দুস সালাম মুর্শেদী,  বিকেএমইএর সভাপতি এবং সংসদ সদস্য একেএম সেলিম ওসমান, শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, তৈরি পোশাক খাতের  শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি ড. রুবানা হক ও নিট  পোশাক তৈরি ও  রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিকেএমই এর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, শ্রমিক  নেতা মন্টু ঘোষ, আমিরুল হক আমিন, নাজমা আক্তার, বাবুল আখতার এবং শহীদুল্ল্যাহ শহীদ প্রমুখ  বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন।

         ঈদের আগে শ্রমিকদের উৎসব বোনাস নিয়ে আগামী সপ্তাহে সরকার-মালিক-শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

#

আকতারুল/রাহাত/রেজ্জাকুল/আব্বাস/২০২০/ ঘণ্টা

Handout Number : 1599

**Foreign Minister participated in the Online**

**NAM Summit convened in response to the COVID-19**

Dhaka, 4 May:

 Foreign Minister Dr. Abdul Momen participated in the Online Non-Aligned Movement (NAM) Contact Group Summit, which was convened at the initiative of the Republic of Azerbaijan, the current Chair of NAM.

 Presided over by Ilham Aliyev, President of Azerbaijan and Chair of the Movement, the Online Summit was attended by Heads of States/Governments, Foreign Ministers and other dignitaries of NAM member countries as well as high officials of the United Nationstoday. The Summit was organized to formulate the NAM's response to the extra-ordinary crisis resulting from the COVID-19.

 In his statement, Foreign Minister thanked the President of Azerbaijan for his timely initiative to convene a virtual NAM Summit level meeting on the pressing global emergency. He mentioned that the COVID-19 had triggered an overwhelming global public health crisis affecting the health, lives, and livelihoods of peoples of nearly all countries of the world for which they were barely prepared.

 Dr. Momen highlighted how Bangladesh has been coping with the pandemic under the direct supervision of Prime Minister Shiekh Hasina, who issued a 31-point directive seeking to mitigate its impact on our population.He continued that the Government has already allocated nearly USD 11.6 billion to help the vulnerable people and businesses to bear with the shocks of the pandemic.

 Underscoring the pandemic's adverse effect on two major sectors of Bangladesh's economy- ready-made garments (RMG) and remittance, Dr. Momen urged the NAM membership to work out innovative solutions and approaches to tackle the crisis. He emphasized that the NAM's response must be embedded in multilateralism and international solidarity through forging a robust global partnership with the G7, G20, OECD and the U.N. He also underlined that the international community must devise a clear strategy for the economic recovery of the vulnerable countries, including through the provision of short-medium-long term support from the bilateral and multilateral development partners, protection of jobs of the migrant population and ensuring the flow of vital medical supplies and essential goods, services and food supply chains.

 Foreign Minister hoped that the challenge of the COVID-19 would galvanize the NAM's efforts and strengthen the Group's resolve to defeat the invincible enemy through meaningful global actions.

#

Tohidul/Rahat/Razzakul/Abbas/2020/2032 Hours

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৫৯৮

**জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে পুনঃনিয়োগ পেয়েছেন বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ৩(২) (ক) ও ৩(৪) মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীকে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে পুনরায় নিয়োগ দিয়েছেন।

 গতকাল আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে তাঁর নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

 #

রেজাউল/রাহাত/রেজ্জাকুল/আব্বাস/২০২০/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৫৯৭

**গণপরিবহন ১৬ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

 করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার রোধকল্পে সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সাধারণ ছুটি আগামী ১৬ মে পর্যন্ত বর্ধিত করায় দেশব্যাপী চলমান গণপরিবহন বন্ধের সিদ্ধান্ত আগামী ১৬ মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

 তবে জরুরি পরিষেবা যেমন-বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, স্থলবন্দর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দর সমূহের কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাকসেবা ও সংশ্লিষ্ট কাজ, খাদ্যদ্রব্য, সড়ক ও নৌপথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহন, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, ঔষধ, ঔষধশিল্প, চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা বিষয়ক সামগ্রী পরিবহন, শিশুখাদ্য, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, ত্রাণবাহী পরিবহন, কৃষিপণ্য, শিল্পপণ্য, সার ও কীটনাশক, পশুখাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদিত পণ্য, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য এবং জীবনধারণের মৌলিক পণ্য উৎপাদন ও পরিবহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে।

 পণ্যবাহি যানবাহনে যাত্রী পরিবহন করা যাবে না। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ আজ এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

#

নাছের/রাহাত/রেজ্জাকুল/আব্বাস/২০২০/১৯৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৫৯৬

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

 ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় গতকাল পর্যন্ত ১ লাখ ২৩ হাজার ৮শত ৬৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৬৬ কোটি ২৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌

 রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৬৮৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০ হাজার ১৪৩ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ হাজার ২০৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ জন-সহ এ পর্যন্ত এ রোগে ১৮২ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ হাজার ২৬০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 দেশে মোট ৩১টি প্রতিষ্ঠানে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত সর্বমোট ১৮ লাখ ৮৯ হাজার ৩৬২টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ১৪ লাখ ৯০ হাজার ১৯৩টি এবং ৩ লাখ ৯৯ হাজার ১৬৯টি মজুত আছে।

 করোনা ভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৫ হাজার ৫৮৮ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ৪৪ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার এর হটলাইনগুলোতে জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।

 সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬০১টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩০ হাজার ৬৩৫ জনকে।

#

তাসমীন/রাহাত/রেজ্জাকুল/আব্বাস/২০২০/১৮১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯৫

**সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, করোনা পরিস্থিতিতে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ও সর্তকতা অবলম্বন করে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সবাই একযোগে কাজ করলে এ বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

 মন্ত্রী আজ তাঁর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবন থেকে জুম ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-র নির্বাহী প্রকৌশলীদের সাথে সংযুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও এলজিইডি'র অন্যান্য কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে এ ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়।

 ভিডিও কনফারেন্সে নির্বাহী প্রকৌশলীরা তাদের কাজের অগ্রগতি মন্ত্রীকে অবহিত করেন। তারা জানান, নিয়মিত যে সকল শ্রমিক কাজ করে তারা নিজ নিজ এলাকায় চলে যাওয়াতে দক্ষকর্মীর অভাব আছে। পাথর আমদানিতে ও পরিবহনেও সমস্যা তৈরি হয়েছে। সিমেন্ট-সহ কিছু উপকরণের দাম বেড়ে গিয়েছে। তাছাড়া স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির ব্যাপারগুলোও আছে। এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন লকডাউন বা ছুটি বাস্তবায়নে কঠোর হওয়ার কারণে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে।

 মন্ত্রী তাদের আশ্বস্ত করে বলেন, সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিথিল হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করছে। কাজেই সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে কেটে যাবে। তিনি এ সময় এডিপি ও অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে এবং গুণগত মান নিশ্চিত করে বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দেন। বেশিরভাগ জেলা ইতোমধ্যে এডিপি'র প্রায় শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ কাজ বাস্তবায়ন করায় মন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন।

 ভিডিও কনফারেন্সে আরো সংযুক্ত হন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, অতিরিক্ত সচিব মেজবাহ উদ্দিন এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-র প্রধান প্রকৌশলী
মোঃ আব্দুর রশিদ খান।

#

হাসান/রাহাত/রেজ্জাকুল/আব্বাস/২০২০/১৭৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯৪

**স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গাইডলাইন অনুসরণে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

 শিল্প কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গাইডলাইন পুরোপুরি অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। চলমান করোনার প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে শিল্প কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখতে গতকাল শিল্প মন্ত্রণালয় এই নির্দেশনা প্রদান করে।

 এতে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের আওতাধীন শিল্প নগরীসমূহ, লবণ মিল, সীতাকুণ্ডে অবস্থিত শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ড, সয়াবিন তেল প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ-সহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর-সংস্থার আওতাধীন এবং সংশ্লিষ্ট সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনাসমূহ পুরোপুরি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ হেলাল উদ্দিন শিল্প কারখানাসমূহে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের বিষয়টি সমন্বয় করছেন।

 স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গত ২৯ এপ্রিলের এ সংক্রান্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় এ নির্দেশ প্রদান করে।

#

মাসুম/রাহাত/রেজ্জাকুল/আব্বাস/২০২০/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৯৩

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ১৪ মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি বর্ধিত

**সাধারণ ছুটিকালীন জরুরি সেবাসমূহ খোলা থাকবে**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

 দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস রোগ (কোভিড-১৯) এর বিস্তার রোধকল্পে সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ৫ মে হতে ১৪ মে ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। ৬ মে ২০২০ (বুদ্ধ পূর্ণিমার সরকারি ছুটি) ৮ ও ৯ মে এবং ১৫ ও ১৬ মে ২০২০ তারিখের সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোও এই ছুটির অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

 জরুরি পরিসেবা, যেমন- বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থলবন্দর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবা এবং এ সংশ্লিষ্ট সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীগণ এ ছুটির বাইরে থাকবেন। সড়ক ও নৌ পথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত যানবাহন (ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতি) চলাচল অব্যাহত থাকবে। কৃষি পণ্য, সার, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্প পণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচা বাজার, খাবার ঔষধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এ সবের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ ছুটি প্রযোজ্য হবে না। চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মী এবং ঔষধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবহান ও কর্মী, গণমাধ্যমে (ইলেকট্রনিকও প্রিন্ট মিডিয়া) এবং ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কে নিয়োজিত কর্মীগণ এ ছুটির আওতাবহির্ভূত থাকবে।

 ঔষধশিল্প, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সকল কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তীতে শিল্প-কারখানা, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করা হবে।

 সাধারণ ছুটিকালীন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না। রমজান, ঈদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা বিবেচনায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

 সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসসমূহ প্রয়োজন অনুসারে খোলা রাখবে এবং ঈদুল ফিতরের সরকারি ছুটিতে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না।

#

সাইফুল/অনসূয়া/আসমা/২০২০/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ১৫৯২

**জনজীবন ও জীবিকারক্ষায় সরকারের সঠিক পদক্ষেপ আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত**

 **- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

 ‘মানুষের জীবন এবং জীবিকা রক্ষায় সঠিক পদক্ষেপ নেবার কারণেই সরকার আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। সোমবার ঢাকায় সচিবালয়ে নিজ দপ্তর থেকে অনলাইনে দেয়া সংক্ষিপ্ত ভিডিও বার্তায় তিনি একথা বলেন।

 ‘করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী এই সংকটের সময় মানুষের জীবন এবং জীবিকা -দু’টি রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার প্রথম থেকেই নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানুষের জীবন রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী যেসমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, সেটি ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এমনকি বিশ্ববিখ্যাত ম্যাগাজিন ফোর্বস কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।

 করোনা ভাইরাসের কারণে আজকে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বিরাট ঝাঁকুনি সৃষ্টি হয়েছে, সেই সংকট মোকাবিলার কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন জানিয়ে ড. হাছান বলেন, ‘অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলা করে মানুষের জীবিকা রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছেন, বিশ্ববিখ্যাত দি ইকনোমিস্ট পত্রিকায় সেগুলোর সঠিক পরিস্ফুটন হয়েছে।’

 অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর ওপরে, এমনকি ভারত, পাকিস্তান, চীনের চেয়েও এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সক্ষমতা অনেক ভালো -সেটিই দি ইকনোমিস্ট পত্রিকায় এসেছে, ব্যাখ্যা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, কেউ প্রশংসা করুক আর না করুক এটিই হচ্ছে বাস্তবতা।

 এসময় উপস্থিত একজন সাংবাদিক বিএনপি নেতা রুহুল কবীর রিজভী আহমেদের ‘সরকারের আহম্মকির কারণে করোনায় অব্যবস্থাপনা’ - মন্তব্যের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে যে বাংলাদেশ সরকার করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগুচ্ছে, সেখানে রিজভী আহমেদসহ কারো কারো বক্তব্যে মনে হয় তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চেয়েও স্বাস্থ্য বিষয়ে বেশি জ্ঞান রাখে।

 মন্ত্রী এসময় বিএনপি’কে পেছনে ফিরে তাকানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ’৯১ এর ঘূর্ণিঝড়ের সময় চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে বিমানবাহিনীর অনেকগুলো যুদ্ধবিমান ছিল। সেই বিমানগুলো তারা উড়িয়ে ঢাকায় না নিয়ে আসার কারণে প্রায় এক ডজনেরও বেশি বিমান সেদিন ঘূর্ণিঝড়ের কারণে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ধ্বংস হয়ে ছিল। চট্টগ্রাম বন্দরের জাহাজগুলোকেও সেদিন তারা উজানে পাঠিয়ে না দেয়াতে অনেকগুলো জাহাজ সেদিন নষ্ট হয়েছিল, এমনকি নোঙর ছিঁড়ে জাহাজ রাস্তার ওপর উঠে এসেছিল। এতে সহজে বোধগম্য তৎকালীন বিএনপি নেতৃত্বাধীন খালেদা জিয়ার সরকারের অব্যবস্থাপনা কারণে এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল।’

#

আকরাম/অনসূয়া/আসমা/২০২০/১৪৪২ ঘণ্টা

Handout Number : 1591

**Prime Minister’s message on the International Year of the Nurse and the Midwife for celebrating the 200th birth anniversary of Florence Nightingale**

Dhaka, 4 May :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the International Year of the Nurse and the Midwife for celebrating the 200th birth anniversary of Florence Nightingale :

"I am highly delighted to know that the World Health Assembly has declared 2020 as the International Year of the Nurse and the Midwife for celebrating the 200th birth anniversary of Florence Nightingale, the pioneer of modern nursing profession.

Florence Nightingale dedicated her whole life for the care of the sick people. For her endless compassion, the soldiers who were wounded in the Crimea War called her as 'Lady with the Lamp.' Others called her 'the Angel of Crimea.' The day will particularly focus on the issue 'Care with compassion, we are always beside you' to my mind this is a more relevant deserves attention from all.

International Year of Nurse and Midwife has beautifully aligned with Mujib Year 2020. Our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had an intense feeling to improve the nursing services and endeavoured to make it a dignified profession in the society. I believe that the International Year of the Nurse and the Midwife will serve as a global platform to improve health care by raising the status and profile of nursing and midwifery.

Our Government has taken many initiatives to improve this sector through establishing a number of nursing institutes and colleges, upgrading and strengthening nursing and midwifery workforces and creating additional position with training and higher studies. Therefore, it is a great occasion to recognize the immense contribution of nurses and midwives in achieving tremendous progress in health sector and rendering quality health services to the patients.

I congratulate all members of this profession and wish International Year of the Nurse and the Midwife 2020 a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Anasuya/Asma/2020/1450 hours

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ১৫৯০

**এ বছরের ফিতরা জনপ্রতি সর্বোচ্চ 2200 টাকা ও সর্বনিম্ন ৭০ টাকা**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

 ১৪৪১ হিজরি সনের সাদাকাতুল ফিতর-এর হার জনপ্রতি সর্বোচ্চ 2 হাজার 2 শত টাকা এবং সর্বনিম্ন ৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের অনুষ্ঠিত জাতীয় ফিতরা নির্ধারণ কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় ফিতরা নির্ধারণ কমিটির সভাপতি ও বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান।

সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ইসলামী শরীয়াহ মতে আটা, যব, গম, কিসমিস, খেজুর ও পনির ইত্যাদি পণ্যগুলোর যে কোন একটি দ্বারা ফিতরা প্রদান করা যায়। আটা দ্বারা ফিতরা আদায় করলে অর্ধ সা’বা ১ কেজি ৬শ’ ৫০ গ্রাম বা এর সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ৭০ (সত্তর) টাকা প্রদান করতে হবে। যব দ্বারা আদায় করলে এক সাÔ বা ৩ কেজি ৩ শ’গ্রাম বা এর সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ২৭০ (দুইশ সত্তর) টাকা, গম দ্বারা আদায় করলে অর্ধ সাÔ বা ১ কেজি ৬শ’ ৫০ গ্রাম বা এর সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ৭০ (সত্তর) টাকা, কিসমিস দ্বারা আদায় করলে এক সাÔ বা ৩ কেজি ৩শ’ গ্রাম বা এর সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশ) টাকা, খেজুর দ্বারা আদায় করলে এক সাÔ বা ৩ কেজি ৩ শ’ গ্রাম বা এর সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ১৬৫০ (এক হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা, পনির দ্বারা আদায় করলে এক সাÔ বা ৩ কেজি ৩ শ’ গ্রাম বা এর সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ২২০০ (দুই হাজার দুইশ) টাকা ফিতরা প্রদান করতে হবে। দেশের সকল বিভাগ থেকে সংগৃহীত আটা, যব, গম, কিসমিস, খেজুর ও পনিরের সর্বোচ্চ বাজার মূল্যের ভিত্তিতে উপর্যুক্ত ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে। মুসলমানগণ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উপরোক্ত পণ্যগুলোর যে কোন একটি পণ্য বা এর বাজার মূল্য দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারবেন। উল্লেখ্য, উপরোক্ত পণ্যসমূহের স্থানীয় খুচরা বাজার মূল্যের তারতম্য রয়েছে। তদানুযায়ী স্থানীয় মূল্যে পরিশোধ করলেও ফিতরা আদায় হবে।

সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মো: মিজানুর রহমান, শোলাকিয়া ঈদগাহ কিশোরগঞ্জ এর প্রধান ইমাম মাওলানা ফরীদ উদ্দিন মাসউদ, জাতীয় মুফতি বোর্ডের সদস্য সচিব মো: নূরুল আমীনসহ বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রধান মুফতি অধ্যক্ষ, সহকারী মুফতি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

শারমীন/অনসূয়া/আসমা/২০২০/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ১৫৮৯

**জর্ডানে বাংলাদেশি শ্রম বাজার সুরক্ষায় দূতাবাসের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

 জর্ডানেচলমান কারফিউ অবস্থার মধ্যেই খাদ্য সংকটে থাকা বাংলাদেশিদের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশি শ্রম বাজার সুরক্ষায় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জর্ডান দূতাবাস।

 জর্ডানের পোশাক শিল্পে কর্মরত প্রায় ৪৫ হাজার বাংলাদেশি কর্মরত আছে। সেখানকার পোশাক কারখানার কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছে বাংলাদেশের জর্ডান দূতাবাস।

 নাহিদা সোবহান সম্প্রতি ইরবিদের বিভিন্ন পোশাক কারখানার কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করে বাংলাদেশি শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন।

 রাষ্ট্রদূত জর্ডানের সর্ববৃহৎ পোশাক কারখানা ক্লাসিক ফ্যাশন্স এপ্যারেলস লিমিটেড কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠকে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থার বিষয়ে অবগত হন এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের সহায়তার বিষয়ে দূতাবাস সচেষ্ট বলে জানান। ক্লাসিক ফ্যাশন্স এপ্যারেলস লিমিটেড কারখানায় প্রায় পনের হাজার দক্ষ বাংলাদেশি পোশাক শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। তিনি এরপর সেখানকার কয়েকটি ইউনিট ঘুরে দেখেন এবং কর্মরত শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন।

 এছাড়া রাষ্ট্রদূত সেঞ্চুরি মিরাকল এবং বাংলাদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি এপ্যারেলস ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করেন এবং বাংলাদেশি শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময়য় করেন।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/আসমা/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ১৫৮৮

**সারাদেশে গতকাল প্রায় দুই লাখ ক্রেতার কাছে টিসিবির পণ্য বিক্রয়**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

 পবিত্র রমজান উপলক্ষে গতকাল ঢাকাসহ সারাদেশে ১ লাখ ৯১ হাজার ২ শত ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রয় করেছে ট্রেডিং করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি)। প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪ শত ৭৮টি ট্রাকসেল এর মাধ্যমে দেশব্যাপী ৮ শত ২৫ দশমিক ২৪ মেট্রিক টন সয়াবিন তেল, ৫ শত
৬০ মেট্রিক টন চিনি, ৯৫ দশমিক ৬ মেট্রিক টন মশুর ডাল, ৫ শত ৩৮ মেট্রিক টন ছোলা, ৩৫ দশমিক
৮৫ মেট্রিক টন খেজুর এবং ২৮ দশমিক ৫০ মেট্রিক টন পেঁয়াজসহ মোট ২ হাজার ৮৩ দশমিক ১৯ মেট্রিক টন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ীমূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে। প্রায় তিন হাজার ডিলারের মাধ্যমে এ সকল পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৫ লিটার সয়াবিন তেল, ৩ কেজি চিনি, ১ কেজি মশুর ডাল, ২ কেজি ছোলা, ১ কেজি খেজুর এবং ২ কেজি পেঁয়াজ বিক্রয় করা হচ্ছে।

 উল্লেখ্য, গত পহেলা এপ্রিল থেকে দেশব্যাপী ট্রেডিং করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি) উল্লিখিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় টিসিবি’র মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে চিনি প্রতি কেজি ৫০ টাকা, মশুর ডাল প্রতি কেজি ৫০ টাকা, সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ৮০ টাকা, ছোলা প্রতি কেজি ৬০ টাকা, খেজুর প্রতি কেজি ১২০ টাকা এবং পেঁয়াজ ৩৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় করছে।

#

লতিফ/অনসূয়া/আসমা/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা